सत्यमेव जयते

NATIONAL HEALTH MISSION

RBSK
RASHTRIYA BAL SWASTHYA KARYAKRAM
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
FROM SURVIVAL TO HEALTHY SURVIVAL

জন্মগতো বিসংগতি নিরুপনের জন্য
আশাকর্মীর হাত-পুঁথি

ভূমিকা ঃ

জন্মগতো বিসংগতি বিভিন্ন কারকের প্রভাবে হতে পারে যারফলে শিশুটির বিভিন্ন ধরনের শারীরিক বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক জন্মের সময় দৃষ্টিগোচর হয়। এই হাত বইটিতে আপনারা কিছু সংখ্যক সাধারন তথা সচরাচর দেখা দেওয়া জন্মগতো বিসংগতির বিষয়ে, সেইগুলোকে কিভাবে নিরুপন করা যায় সেই বিষয়ে এবং অভিভাবকদের কি পরামর্শ দিতে পারা যায়, সেই ধরণের শিশুদের কোন ধরনের চিকিৎসা অনুষ্ঠানে প্রেরণ করতে পারি বা কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই বিষয়ে জানতে পারবেন।

একজন আশাকর্মীরূপে আপনার এলাকায় এই সমস্ত বিসংগতি নিরুপনের জন্য আপনার হাতে যথেষ্ট সুযোগ থাকে বা এইরকম পরিস্থিতিতে পরিবারের সঙ্গে থেকে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে জন্মের দিন থেকে প্রথম ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত নবজাতকের ঘরে গিয়ে নবজাতকের ঘরোয়া যত্নের ব্যবস্থা করা। এই সময় আপনি জন্মের সময় হওয়া বিসংগতিগুলো ধরতে পারেন। প্রাথমিক অবস্থায় এই বিসংগতিগুলো ধরা পরলে এই শিশুদের পরিবারকে নিকটতম রেফারেল কেন্দ্রে শিশুটিকে প্রেরণ করার জন্য এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।

এই সচিত্র হাত পুস্তকটি জন্মের সময় বিভিন্ন বিসংগতিগুলো প্রাথমিক অবস্থায় সনাক্তকরনে আপনাকে সাহায্য করবে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য ও কার্যক্রম (RBSK) র অধীনে এধরনের শিশুদের সহায়তা করার সুবিধা আছে। RBSKর অন্তর্গত অন্যান্য সুবিধা সমূহ হচ্ছে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য সেবা দলের দ্বারা ছয় সপ্তাহ থেকে দুই বৎসরের ছেলে-মেয়েদের অংগনবাদী কেন্দ্রে এবং দুই থেকে আঠারো বৎসরের ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে স্ক্রিনীং বা শানাক্তকরণ করা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ।

জন্মগতো বিসংগতি

১) জন্মগতো বিসংগতিগুলো কি ?

- জন্মগতো বিসংগতি হচ্ছে শিশুদের জন্মের সময় থাকা স্বাস্থ্যজনিতো সমস্যা বা শারীরিক পরিবর্তন।
- জন্মগত বিসংগতি সামান্য হতে পারে সেখানে শিশুগুলো অন্য শিশুর মতো দেখতে একই ধরনের হয় এবং একরকমের আচরন করে বা জন্মগতো বিসংগতি অতি জটিল হতে পারে।
- কিছু জন্মগত বিসংগতি শরীরের নির্দ্দিষ্ট অঙ্গে প্রভাব ফেলে, কিন্তু কিছু কিছু জন্মগতো বিসংগতি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গেঁ প্রভাব ফেলে।
- কিছু বিসংগতি শনাক্তকরনের ক্ষেত্রে সহজ। কিন্তু কিছু বিসংগতি চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া সনাক্তকরন করা যায় না।

২) জন্মগতো বিসংগতিগুলোর দ্রুত সনাকক্তকরন করা কেন প্রয়োজন?

- জন্মগতো বিসংগতিগুলো প্রারম্ভিক অবস্থায় শনাক্তকরনের ব্যবস্থা পনায় একটি শিশুকে প্রায় স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করে।
- যদি প্রারম্ভিক অবস্থায় শনাক্তকরন করা হয়, তবে অনেক শারীরিক বিসংগতি অস্ত্রোপচারের দ্বারা চিকিৎসা করতে পারা যায় । (ফাটা ঠোট, ফাটা তালু এবং কিছু কিছু হৃদযন্ত্রের বিসংগতি)

মূল বার্তা

- গর্ভবতী মহিলাদের ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন সবুজ শাক সব্জী, যকৃত (লিভার) ও শস্য (ডাল) জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পরামর্শ দিন।
- নিকটবর্তী আত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক এরিয়ে চলতে হয় বিশেষকরে সেই সব পরিবারের মধ্যে যেখানে পূর্বের কোন জন্মগতো বিসংগতির উদাহরণ আছে।
- গর্ভাৱস্থায় কম করেও তিনবার নিয়মিতো ভাবে প্রসবপূর্বক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হয়।
- এ.এন.এম. বা স্বাস্থ্য কর্মীর উপদেশ ছাড়া অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ঔষধ গ্রহণ করাটা হ্রাস করতে হয়।
- গর্ভাৱস্থায় রঞ্জন রশ্মি (X-Ray) বিকরিত অঞ্চল থেকে দূরে থাকতে হয় এবং ধূমপান ও মদ্যপান করা নিষেধ।
- কোনো মানসিক অশান্তি এবং ঘরোয়া অশান্তি সৃষ্টি না করে পরিবারের সবাইমিলে পরিবারে এক আনন্দময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা উচিত।
- গর্ভাৱস্থায় সংক্রমণ রোধ করার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপায় অবলম্বন করতে হয় তথা নিরাপদ যৌন সম্মন্ধ স্থাপন করতে হয়।

নিউরেল টিউব বানায়ু সম্বন্ধীয় বিসংগতি

নিউরেল টিউব বা স্নায়ুসম্বন্ধীয় বিসংগতি (Neural Tube Defects - NTDs) স্নায়ুরজ্জু, খুলি ও মগজের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জন্মগত বিসংগতি।

আপনাদের লক্ষ্য করতে হবে ঃ

- মাথার পিছনদিকে ফুলে ওঠা।
- ফুলে ওঠা জায়গা থেকে কোন ধরনের তরল পদার্থ বের হওয়া।
- পা নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হওয়া
- শৌচদ্বার থেকে অবিরামভাবে শৌচ বাহির হতে থাকা।

যদি উপরোক্ত লক্ষণসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় তবে ঃ

- ফুলে ওঠাজায়গায় পরিস্কার এবং শুকনো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- মাতৃকে নিয়মিতোভাবে স্তনপান করাতে থাকার পরামর্শ দিন।
- জেলা চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করুন

মূল বার্তা

- নিউরেল টিউব বা স্নায়ুসম্বন্ধীয় বিসংগতি থেকে দূরে সরে থাকতে গর্ভবতী মহিলাকে ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন সবুজ শাক-সব্জী, ডাল, শস্য জাতীয় খাদ্য আদি খেতে দিন।
- গর্ভাৱস্থায় ধূমপান বা মদ্যপান সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করতে পরামর্শ দিন।

ডাউনস সিণ্ড্রম (Down's Syndrome)

ডাউনস্ সিণ্ড্রম (Down's Syndrome) হচ্ছে একটি বিসংগতি যার ফলে কিছু শারীরিক অসস্বাভাবিকতা যেমন দৈহিক উচ্চতা হ্রাস পাওয়া (বামন) ও বিস্তৃত চ্যাপ্তা মুখমণ্ডল ও মানসিকভাবে দুর্বল হওয়া ইত্যাদির মত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

- শরীরের কোন অঙ্গের "শিথিলতা" যেমন মাথা, দেহ ও হাত ঢিলা অবস্থায় থাকে।
- সম বয়সী ছেলেমেয়েদের থেকে মাথাটি ছোট বা অস্বাভাবিক আকৃতির।
- চ্যাপ্টা মুখমণ্ডলের সাথে নীচে উল্লেখ করা লক্ষনসমূহ ঃ
  - উর্ধমুখী হেলে থাকা চোখ (দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে এই অবস্থা স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়।)
  - চোখেৰ ভিতর ভাগের কোনটি চোখা হওয়ার পরিবর্তে গোলাকৃতির হওয়া
  - ছোটো এবং বিকৃত আকৃতির কাণ।
  - ছোট মুখ।
  - চ্যাপ্টা নাক।
- হাতের তালুর মধ্যে দিয়ে একটি গভীর দাগ।
- পাঁচ নম্বর আঙুলটিতে দুটো গিটের পরিবর্তে একটি গিটঁ ও ভাঁজ থাকা।
- ছোটো ছোটো (বেটে) আঙুলের সহিত বিস্তৃত ছোটো হাত।
- পায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের মধ্যে বড় ফাঁক থাকা।
- জন্মের সময়ে স্বাভাবিক ওজন ও উচ্চতা কম হওয়া।
- মুখের আকারের তুলনায় বড় জি হ্বা

যদি সেরকম কোন বিসংগতি দেখা যায় তবে ঃ

- নিকটতম জেলা চিকিৎসালয়ে/রেফারেল অনুষ্ঠানে প্রেরণ করুন।

মূল বার্তা

- প্রসবপূর্বক নিয়মিত যত্ন নিশ্চিত করুন।
- জন্মের পর প্রথম তিন মাসে প্রারম্ভিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে, ডাউন সিণ্ড্রোম থাকা শিশুরা প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।
- শিশুর চোখ, দাঁত, শ্রবনশক্তি বা কাণ ও থায়রয়েডের পরীক্ষা নিয়মিতোরূপে করতে হয়।
- শিশুটির গলা ও মেরুদণ্ডের বিশেষ যত্ন নিতে হয় (হঠাৎ গলা নাড়াচাড়া করতে লাগে না।)
- অভিভাবক কোন বাক্ চিকিৎসক (স্পিচ থেরাপিষ্ট)র সাহায্য নিলে শিশুটির কথা ফুটে উঠতে সাহায্য হয়।

ফাটা ঠোঁট বা ফাটা তালু

ফাটা ঠোঁট -
উপরের ঠোঁটটি দুটো ভাগে ভাগ হয়ে থাকা।

ফাটা তালু -
মুখের ভিতরের উপরের অংশ অর্থাৎ "তালু" খোলা বা বিভক্ত অবস্থায় থাকে।

ফাটা ঠোঁট

আপনার লক্ষ্য করতে হবে -

- নাক দিয়ে খাদ্য ও জল বেরিয়ে আসে কিনা।
- পান করতে বা চুষে খেতে অসুবিধা হয় কিনা।
- কথা বলার সময় শব্দগুলো নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে কিনা

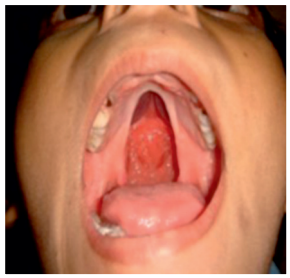

ফাটা তালু

যদি তেমন কোন বিসংগতি ধরা পরে তবে ঃ

- নিকটবর্তী জেলা চিকিৎসালয়ে/ রেফারেল কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন।

মূল বার্তা

- সময়মতো অস্ত্রোপচার করে ফাটা ঠোঁট বা ফাটা তালু ঠিক করতে পারা যায়।
- ফাটা ঠোঁট জোড়া দিতে হলে জন্মের ২-৩ মাসের মধ্যে অস্ত্রোপচার করতে পারা যায়।
- ফাটা তালুর অস্ত্রোপচার ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সের ভিতরে সমাপন করা দরকার।

ক্লাব ফুট বা পায়ের ছোটো গিঁটের বিকৃতি

ক্লাব ফুট বা পায়ের ছোটো গিঁটের বিকৃতি
ক্লাব ফুট বা পায়ের ছোটো গিঁটের বিকৃতি একটি জন্মগতো বিসংগতি যার ফলে পা, পায়ের ছোটো গিঁটে ও পায়ের আঙুল অস্বাভাবিকভাবে বাঁকা হয়ে থাকে।

আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

- পায়ের অগ্রভাগটি ভিতরে দিকে ঢুকে যাওয়া।
- পায়ের আঙুলগুলো নীচের দিকে ঘুরে যাওয়া
- শিশুটি পায়ের বাইরের অংশটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়
- পায়ের চলাচলে সমস্যা যেমন পায়ের অগ্রভাগটি আগের দিকে গতি করতে পারে না।
- শক্ত হয়ে থাকা গোঁড়ালি।
- পায়ের তালু দুটো মুখামুখিভাবে থাকা

ক্লাব ফুট

যদি তেমন কোন বিসংগতি ধরা পরে তবে ঃ

- নিকটবর্তী জেলা চিকিৎসালয়ে/ রেফারেল কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন।

মূল বার্তা

- শিশুটির বিকাশের জন্য প্রারম্ভিক অবস্থায় শনাক্ত করণ ও চিকিৎসা করাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ।
- যদি প্রারম্ভিক অবস্থায় ভাল না হয়, এই বিসংগতিটিয়ে আজীবন পঙ্গুত্বের সৃষ্টি করতে পারে।
- অবিরত প্লাষ্টার (৫-৬ টি বিভিন্নভাবে) ব্যবহার করে জন্মের সময় থেকেই চিকিৎসা আরম্ভ করতে হয়।
- মায়েদের শিশুটির পায়ের তালুকে মালিশ করে টেনে বিসংগতি ঠিক করার চেষ্টা করা অনুচিত।

জন্মগতো চোখে ছানি পরা রোগ

সাধারণত চোখের তিনটি গোলাকৃতি অংশ থাকে - একেবারে ভিতরের গোলাকৃতি অংশটির বর্ণ কালো, তার উপরেরটির বর্ণ মুগা বা সবুজ, ও একেবারে বাহিরের ভাগটি সাদা।

জন্মগত চোখের ছানি পরা রোগ হচ্ছে জন্মের সময় থেকে চোখের লেন্সে (একেবারে ভিতরের অংশ) হওয়া ঘোলা ধরণের বিসংগতি।

আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে :

- চোখের ভিতরের অংশটি কালোর পরিবর্তে ধূসর বা সাদা বর্ণের হওয়া।
- হঠাৎ সূর্য্যের রশ্মি বা কিরণ পরলে ও চোখের পলক বন্ধ না হওয়া।
- শিশুটিকে ধরে থাকা মানুষটির মুখের দিকে বারে বারে না দেখা (মায়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে না)।

যদি তেমন কোন বিসংগতি দেখা যায় তাহলে ঃ

- নিকটবর্তী জেলা চিকিৎসালয়ে/রেফারেল কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন।

মূল বার্তা

- এইক্ষেত্রে শিশুটিকে তৎক্ষণাৎ রেফার করার প্রয়োজন, না হলে শিশুটি চিরদিনের জন্য অন্ধত্বে ভূগবে।
- যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না হয় তবে অন্ধত্ব শিশুটির শিক্ষার সামর্থে প্রভাব ফেলবে।

জন্মগতো বধিরতা

জন্মগতো বধিরতা হচ্ছে জন্মের থেকে শ্রবণশক্তি হারানো একটি অবস্থা।

আপনাকে দেখতে হবে ঃ

- পরিবারে আগের থেকে কারও বধিরতা থাকা, নবজাতক অবস্থায় জণ্ডিস হয়েছিলো কিনা যার জন্য শিশুটির চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিলো, সে ক্ষেত্রে শিশুটিকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন।
- বড় বা বিকট শব্দতে ও শিশুটি কেঁপে ওঠে না/ কাঁছে না/ চোখের পাতা ফেলেনা।
- কথা বলতে থাকলেও শিশুটি কথা বলা বন্ধ না করা।
- কাণের বহির্ভাগে কোন বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা।

যদি এমন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় ঃ

- নিকটবর্তী জেলা চিকিৎসালয়ে/রেফারেল কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন।

মূল বার্তা

- জেলা চিকিৎসালয়ে শিশুটিকে কাণের পরীক্ষার জন্য নিয়ে যেতে হয়।
- শ্রবণ শক্তি হারানোর ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবস্থাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরফলে ভাষার বিকাশে প্রভাব পরে।
- অতি বড় শব্দ থেকে দূরে রাখতে হয়।
- বধিরতায় ভোগ ছোট ছেলে-মেয়েদের পরিবারের অন্য সদস্যগনের সঙ্গে সাংকেতিকভাবে কথা বলার অভ্যাস করাতে হয়।
- শ্রবণ যন্ত্র যেমন শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি করা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ও বাগ-চিকিৎসায় শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

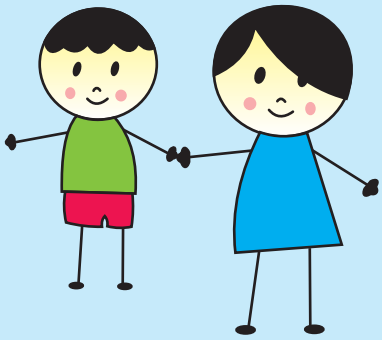

স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়
অসম চৰকাৰ

TOP Printers | Guwahati - 6